নিজের বোনের সাথে সদাচরণ করুন

23-September-2021

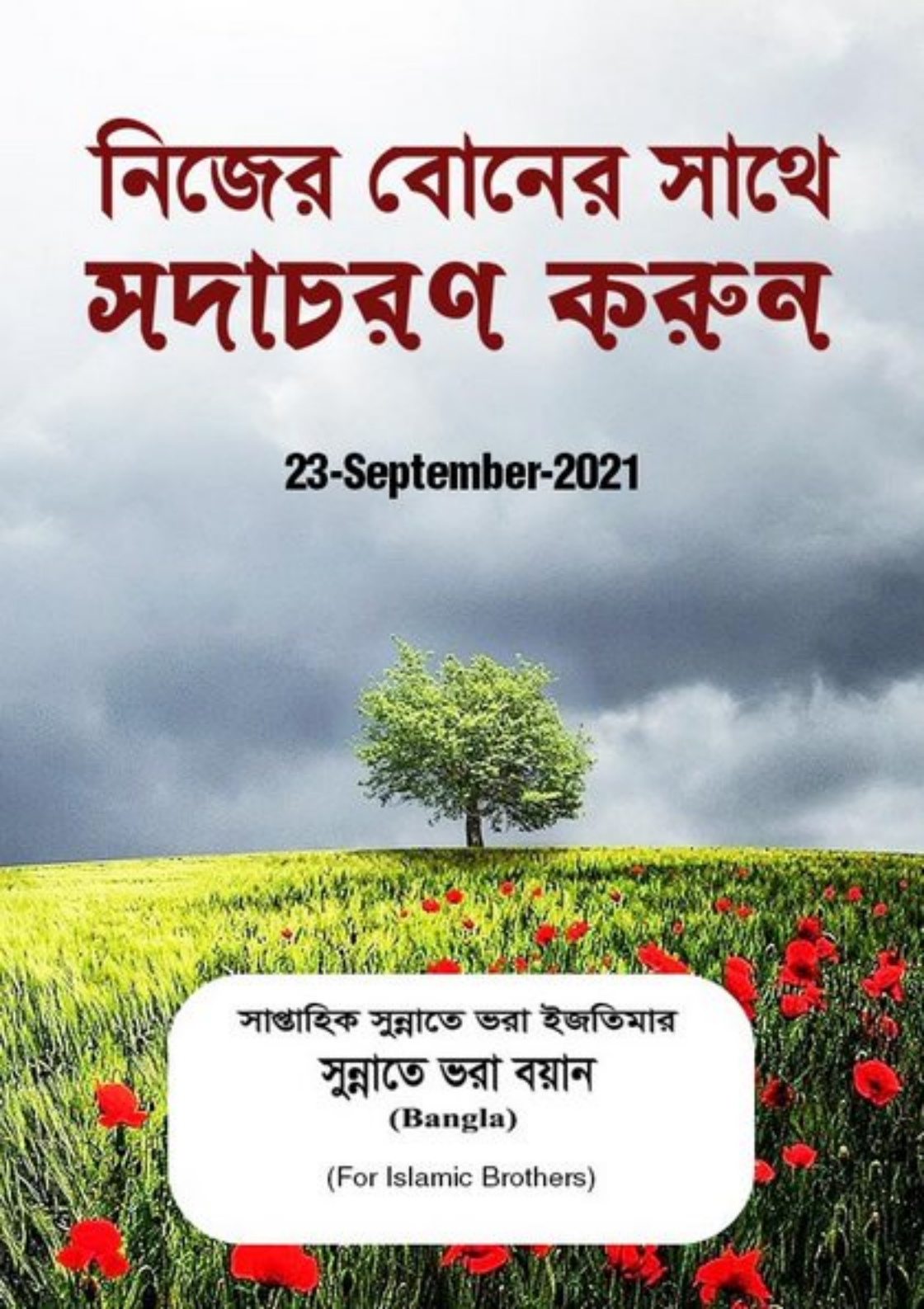

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হাদীসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব তিরমিযী শরীফে রয়েছে; **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ اِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُم অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন কোন মজলিশে বসলো, যাতে না তো **আল্লাহ**

www.dawateislami.net

পাকের যিকির করলো আর না তাদের **নবী** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি দরূদে পাক পাঠ করলো, তবে (কিয়ামতের দিন) ঐ মজলিশ তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে। সুতরাং **আল্লাহ পাক** চাইলে তাদেরকে আযাব দিবেন আর চাইলে ক্ষমা করে দিবেন। (তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/২৪৭, হাদীস ৩৩৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামেয়ে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভাল নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানের বিষয় হলো: **"নিজের বোনের সাথে সদাচরণ করুন"**, যাতে আমরা শুনবো ✯ একজন খোরাসানী ব্যক্তির আযাবে লিপ্ত হওয়ার কারণ কি ছিলো? ✯ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার নিন্দা ✯ ইসলামে রক্তের সম্পর্কের কি গুরুত্ব রয়েছে ✯ ভাইবোনের পরস্পরের মাঝে সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিৎ? ✯ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক কেমন ছিলো ✯ কার কার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব?

www.dawateislami.net

✯ আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার কি ভয়াবহতা রয়েছে? ✯ হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিজের বোনের সাথে সদাচরণ এবং এছাড়াও উপকারী তথ্যাবলী শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

বোনের হক আদায় না করার শাস্তি

হযরত হামিদ বিন ইয়াহইয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: একজন খোরাসানী ব্যক্তি ৬০ বছর ধরে মক্কায়ে মুকাররমায় থাকতো আর খুবই আবিদ ও যাহিদ এবং আমানতদার ব্যক্তি ছিলো, দিন কুরআনুল করীমের তিলাওয়াত ও সারারাত তাওয়াফ করে কাটতো, মানুষেরা তাঁর কাছে নিজের সম্পদ গচ্ছিত রাখতো, একজন নেককার লোকের তার সাথে বন্ধুত্ব ছিলো, একবার সেই নেককার লোকটি কোথাও সফরে যাচ্ছিলো, সে তার খোরাসানী বন্ধুকে দশ (১০) হাজার দীনার আমানত হিসেবে দিলো ও সফরে চলে গেলো, যখন সফর থেকে ফিরে আসলো তখন জানতে পারলো যে, সেই খোরাসানী তো ইন্তিকাল করেছে, সেই নেককার লোকটি খোরাসানীর ওয়ারিশের কাছে গেলো আর নিজের আমানত চাইলো, তারা এসব ঘটনা জানেনা বলে জবাব দিলো, এবার এই নেককার ব্যক্তি মক্কা মুকাররমার ওলামাদের নিকট উপস্থিত হলো এবং নিজের ঘটনাটি বর্ণনা করলো, ওলামারা বললেন; আমাদের **আল্লাহ পাকে**র দয়ার প্রতি আশা রয়েছে যে, মরহুম খোরাসানী জান্নাতী হবেন এবং জান্নাতীদের রূহ **যমযম** কুপে থাকে, আপনি গভীর রাতের পর **যমযম** কুপের ভেতর উঁকি মেরে এভাবে আওয়াজ দিবে: হে অমুকের ছেলে অমুক! আমার প্রদত্ত আমানত কোথায়? আপনি উত্তর পেয়ে

www.dawateislami.net

যাবেন। তিনি তাই করলেন ও ৩দিন পর্যন্ত লাগাতার করতে থাকেন কিন্তু **যমযম** কুপ থেকে উত্তর এলো না, সেই নেককার ব্যক্তি আবারো ওলামাদের সাথে যোগাযোগ করলেন। ওলামায়ে কিরামগণ اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَیْهِ رٰجِعُوْنَ পাঠ করলেন আর বললেন: আমাদের ধারণা যে, সম্ভবত সে দোযখী। এবার আপনি ইয়েমেনে অবস্থিত **বারহুত** নামক কুপে গিয়ে এরূপ বলবেন, কেননা এতে জাহান্নামীদের রূহ থাকে এবং তা জাহান্নামের মুখে অবস্থিত। এই নেককার ব্যক্তি ইয়েমেনে গেলো ও **বারহুত** নামক কুপে উঁকি দিয়ে আওয়াজ করলো: হে অমুকের ছেলে অমুক! আমি তোমাকে আমানত দিয়েছিলাম, তা কোথায়? কিছুক্ষণ পর সেই খোরাসানী ব্যক্তির আওয়াজ এলো, তখন এই নেককার ব্যক্তি আফসোস ও চিন্তিত অবস্থায় তাকে জিজ্ঞাসা করলো: তুমি তো ইবাদত গুজার ও দুনিয়ার প্রতি বিমুখ ব্যক্তি ছিলে। আযাবে লিপ্ত হয়ে এখানে কিভাবে এসে গেলে? খোরাসানী উত্তর দিলো: আমার ইবাদত তোমাদের নিকট প্রকাশ্য ছিলো কিন্তু আমার একটি গুনাহ আমার সমস্ত ইবাদতকে নষ্ট করে আমাকে আযাবে লিপ্ত করে দিয়েছে। আমার গুনাহ ছিলো যে, আমি আমার এক পঙ্গু বোনের প্রতি উদাসীন হয়ে তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম, আমার না বোনের চিন্তা ছিলো, না আমি কারো নিকট তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। যখন আমি মারা গেছি তখন **আল্লাহ পাক** এই কারণেই আমাকে গ্রেফতার করলেন আর ইরশাদ করলেন: তুমি তোমার বোনকে কিভাবে ভুলে গেলে, তার নিকট পোশাক ছিলো না আর তুমি পোশাক পরিধান করে জীবন অতিবাহিত করতে, সে ক্ষুধার্ত থাকতো আর তুমি পেট ভরে খাবার খেতে, সে পিপাসার্ত থাকতো আর তুমি মন ভরে পান করতে, **আমার সম্মান ও মহত্বের শপথ!** আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর প্রতি

www.dawateislami.net

দয়া করবো না। একে নিয়ে যাও আর **বারহুত** এর কুপে নিক্ষেপ করো। ব্যস হযরত মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে এই কুপে নিক্ষেপ করে দিলো আর এখন আমাকে আযাব দেয়া হচ্ছে। হে আমার ভাই! তুমি আমার বোনের কাছে গিয়ে আমার জন্য ক্ষমার আবেদন করো আর আমাকে এই আযাব থেকে মুক্তির কোন উপায় বের করো, হয়তো **আল্লাহ পাক** আমার প্রতি দয়া করবেন, কেননা **তাঁর** দরবারে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত আমার আর কোন গুনাহ নেই।

ঐ নেককার ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করলো: আমার আমানত কোথায়? খোরাসানী বললো: আমার ঘরের অমুক কোণায় মাটির নিচে পুঁতে রাখা আছে, গিয়ে নিয়ে নাও। অতএব সেই নেককার লোকটি সেই বাড়িতে উল্লেখিত জায়গা খনন করে তার আমানত বের করে নিলো এবং খোরাসানীর বোনের খুঁজে তার পিতৃভূমির দিকে যাত্রা করলো এবং খবর নিয়ে নিয়ে সেই পঙ্গু বোন পর্যন্ত পৌঁছে গেলো আর সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। এই ঘটনা শুনে বোন কান্না করতে লাগলো, নেককার লোকটি তাকে ভাইয়ের জন্য দোয়া করতে বললো তখন সেই নিজের অভাবের অভিযোগ করতে লাগলো, নেককার লোকটি তার প্রয়োজনাদি পূর্ণ করে দিলো, বোনটি খুশি হয়ে গেলো, এবার সেই ব্যক্তি মক্কায়ে মুকাররমায় ফিরে এলো তখন এই বিষয়টি দেখার জন্য যে, ঐ ব্যক্তি আযাব থেকে মুক্তি পেয়েছে কিনা একদিন যমযমের কূপে গিয়ে ডাক দিলো তখন মৃত খোরাসানী ব্যক্তিটি উত্তর দিলো: اَلْحَمْدُ لِلّٰه **বরহুত** কূপ থেকে মুক্তি পেয়ে গেছি আর **যমযম** কুপে খুবই শান্তি ও আরামে আছি।

(শরহুস সুদুর, ১৭৮ পৃষ্ঠা, ঘটনা নম্বর ৭৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার নিন্দা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! বোনের সাথে সদাচরণ না করার কারণে ঐ খোরাসানী ব্যক্তির এতো ইবাদতের পরও তার একটি আমলের জন্য আটকানো হয়েছে এবং ঐ ইবাদতও তা, যা মক্কায়, যেখানে একটি নেকী এক লক্ষ নেকীর সমান। আর ইবাদত করা আমলও কেমন যে, সারাদিন তিলাওয়া ও সারারাত তাওয়াফ, তবুও তাকে **আল্লাহ পাকে**র গ্রেফতার থেকে বাঁচাতে পারেনি। অতএব মনে রাখবেন! **আল্লাহ পাকে**র কার ব্যাপারে কি গোপন ব্যবস্থাপনা রয়েছে তা আমরা জানিনা, তিনি কোন আমলের কারণে ক্ষমা করে দেন আর কোন গুনাহের জন্য গ্রেফতার করে নেন আমরা তা জানিনা। বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো, একজন নেককার বান্দাকে বছরের পর বছর ইবাদত করার পরও শুধুমাত্র আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, বোনের দেখাশুনার প্রতি উদাসীনতার গুনাহের কারণে আযাবের কুপে বন্দি করে দেয়া হলো। কতইনা আফসোসের বিষয় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার গুনাহ বর্তমানে আমাদের সমাজে একটি যন্ত্রণাদায় রোগে পরিণত হয়েছে। এর থেকে মুক্তির প্রকাশ্য কোন উপায়ও দেখা যাচ্ছে না। কেউ তার পিতার সাথে লেগে আছে আবার কেউ মায়ের সাথে ঝগড়া করে নিজের ঘর আলাদা করে নিয়েছে। কেউ নিজের ভাইয়ের সাথে বিগড়ে গিয়ে ঘর উজাড় করে বসেছে। আবার কেউ নিজের আপন বোনের সাথে বিগড়ে বসেছে। কারো তো পরের সাথে ভালো বনিবণা হয় কিন্তু খালা মামাদের সাথে বনিবণা হয়না। ছোট ছোট বিষয়ের কারণে আজ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হয়।

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! খোরাসানী ব্যক্তির ঘটনায় আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে, মনে রাখবেন! প্রত্যেক আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ঠিকিয়ে রাখা শরয়ীভাবে ওয়াজিব এবং তাদের প্রতি উদাসীনতা অবলম্বন করা, তাদের সাথে মেলামেশা না রাখা, স্বয়ং সম্পদশালী হওয়া এবং তাদের গরীব হওয়া অবস্থায় তাদের চাহিদার প্রতি খেয়াল না রাখা, বোন ক্ষুধার্ত থাকে আর ভাই হোটেলের খাবারের স্বাদ গ্রহন করে, বোন সম্পদ না থাকার কারণে সন্তানদের বিয়ে করাতে পারছে না আর ভাই নিজের ছেলেদের বিয়েতে প্রচুর খরচ করছে, বোন পুরোনো কাপড় পরছে আর ভাই প্রতিদিন নতুন কাপড় পরছে, বোন ভালো কাপড় পরার জন্য ছটফট করছে আর ভাই অন্যদেরকে দামী দামী কাপড় উপহার দিচ্ছে, বোনের নিকট অসুস্থতার চিকিৎসা করানোর টাকা নাই আর ভাই নিজের জন্মদিন ও সন্তানদের জন্মদিনে টাকা পানির মতো ব্যয় করছে, বিধবা ও গরীব বোন তার সন্তানদের লালনপালনের জন্য মানুষের বাড়িতে কাজ করছে বা কোন অফিসে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে কিংবা ঘরে বসে টিউশন করছে বা কাপড় সেলাই করে নিজের খরচ চালাচ্ছে আর ভাই বিবাহ বার্ষিকী (Anniversary) উদযাপন করছে। বোন টাকা না থাকার কারণে ঘরেই অসুস্থ হয়ে পড়ে কান্না করছে আর ভাই তার বন্ধুদের আড্ডায় অট্টহাসি হাসছে। এটা ইসলাম পছন্দ করে না বরং ইসলাম এই বিষয়টির শিক্ষা দেয় যে, যদি তোমার বোন অভাবী হয় আর তোমাকে **আল্লাহ পাক** ধন সম্পদ দ্বারা ধন্য করেন তবে ভাই ও বোনের উত্তরাধিকার হিসেবে ভরনপোষন করা ওয়াজিব।

নিজের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, সকল শরীয়াতের এর পরিপূর্ণ হুকুম এবং সকল উম্মতের উপর তা ওয়াজিব করা

www.dawateislami.net

হয়েছে। **আল্লাহ পাকের** প্রিয় নবী হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام এর সন্তানদের তাওহীদের উপর ঈমান আনয়ন ও পিতামাতার প্রতি সদাচারণের পর নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার ওয়াদা নেয়া হয়েছে। যেমনটি **১ম** পারা, সূরা বাকারার ৮৩ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৮৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যখন আমি বনী ইস্রাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি, '(তোমরা) **আল্লাহ** ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো আর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে।

ইসলামে সম্পর্কের গুরুত্ব

এই আয়াতটি এই বিষয়ের দলীল যে, রক্তের সম্পর্ক বজায় রাখা কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলামের পূর্বেও এই সম্পর্ককে মজবুত রাখার জন্য **আল্লাহ পাক** আপন নবীদের মাধ্যমে এর উপর আমল করার ওয়াদা নিয়েছেন এবং **আল্লাহ পাক** কুরআনুল করীমেও বিভিন্ন জায়গায় এর আলোচনা করেছেন আর রক্তের সম্পর্কের সম্মান করার আদেশ দিয়েছেন ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীদের **আল্লাহ পাকের** আযাবের প্রতি ভীত হওয়ার জন্য বলেছেন। যেমনটি **১৩তম** পারা সূরা রা'আদের **২১** নম্বর আয়াতে ইসশাদ করেন:

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ﴿۲۱﴾

(পারা ১৩, সূরা রা'আদ, আয়াত ২১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর তারাই যারা জুড়ে সেই বন্ধনকে, যা জোড়ার জন্য **আল্লাহ** নির্দেশ দিয়েছেন এবং আপন **রব**কে ভয় করে আর হিসাবের মন্দ পরিণামের আশঙ্কাবোধ করে।

www.dawateislami.net

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে এই আয়াতে মুবারাকার তাফসীরে সাথে সম্পর্ক রেখে উৎসাহের জন্য কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করা হলো, আসুন আমরাও শুনি:

আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ✯ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/৯৭, হাদীস ৫৯৮৪) ✯ যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের চাহিদা পূরণ করতে থাকে তবে **আল্লাহ পাক** তার চাহিদা পূরণ করতে থাকেন। ✯ যে অন্য ভাইয়ের কষ্ট দূর করে, **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন। (বুখারী, কিতাবুল মাযালিম ওয়াল গাসাব, ২/১২৬, হাদীস ২৪৪২) আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ রিযিকে আধিক্য ও বয়সে বরকতের কারণ। (বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/৯৭, হাদীস ৫৯৮৫) ✯ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ হলো এটাই যে, যখন সে সম্পর্ক ছিন্ন করে তখন তুমি জুড়ো। (বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/৯৮, হাদীস ৫৯৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! ইসলাম এমনই এক সুন্দর ধর্ম যে, যার আহকাম সহজ এবং এতে সম্পূর্ণ জীবন বিধান বিদ্যমান রয়েছে। এতে আমল ছোট হলেও এর সাওয়াব বেশি। ইসলামে মায়ের পেটে আসার সময় থেকে শুরু করে কবরে যাওয়া পর্যন্ত সকল বিধি-বিধান রয়েছে, জীবনে প্রতিটি ধাপের বিধানাবলী এতে বিদ্যমান। সন্তানকে দুধ পান করানো, দুধ ছাড়ানো, লালন পালন করা, শিক্ষা, উপার্জন, বিবাহ, আনন্দ শোকের সকল আহকাম বিস্তারিভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। ধনী গরীব, রাজা উজির, দুনিয়া বিমুখ এবং স্ত্রী সন্তান সম্পন্ন সবার জন্যই নীতিমালা বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এর সাথে ইসলামের বিধানাবলী খুবই

www.dawateislami.net

সহজ যে, যার উপর প্রত্যেক ব্যক্তি আমল করতে পারে। ইসলামী নীতিমালা এমন সুন্দর, পরিপূর্ণ এবং অপরিবর্তন যোগ্য যে, যার উদাহরণ পাওয়া যায় না।

ইসলাম ও পারিবারিক ব্যবস্থা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দ্বীন ইসলামের এটাই বৈশিষ্ট্য যে, জীবনের যেকোন ধাপই হোক, ইসলাম তার কোন বিধানে এরূপ উপলব্ধি হতে দেয়না যে, তা কোন ব্যক্তি বা জীবনের কোন দিককে অবহেলা করেছে, বা কারো পরিচয়কে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছে। ইসলাম পারিবারিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী রাখার এমন বিধান বর্ণনা করেছে যে, যা করাতে শুধু পরিবার শক্তিশালি থাকেনা বরং সমাজও শক্তিশালী হয়ে যায়, কেননা পরিবারই হলো সমাজের মূল অংশ, যা শক্তিশালী হওয়া মানে সমাজ শক্তিশালী হওয়া, ইসলাম যেখানে সন্তানকে পিতামাতার সামনে উফ পর্যন্ত না করার আদেশ দিয়েছে, সেখানে পিতামাতার উপর সন্তানের পরিপূর্ণ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অর্পন করে দিয়েছে আর বলে দিয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিগরান (অর্থাৎ দায়িত্বশীল) আর প্রত্যেককেই তার অধিনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রত্যেককেই আলাদা আলাদা দায়িত্ব দিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বলে দেয়া হয়েছে যে, যেমনিভাবে মহিলাদের উপর স্বামীদের অধিকার আদায় করা ওয়াজিব, তেমনিভাবে স্বামীদের উপর স্ত্রীদের হক পালন করা আবশ্যক আর পুরুষদের ফযিলত অর্জিত। একটি পরিবারে যদি পিতামাতা ব্যতীত বা পিতামাতার মধ্যেই কেউ তত্তাবধায়ক হয় আর অন্যরা সবাই তার তত্তাবধানে হয় তবে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, যেই

www.dawateislami.net

শাসক তার প্রজাদের জন্য দরজা বন্ধ করে নেয়, **আল্লাহ পাক** নিজের নিজের রহমতের দরজা তার জন্য বন্ধ করে নেন। (তিরমিযী, আবওয়াবুল আহকাম, ২২৭ পৃষ্ঠা) একদিকে ব্যয়কারীদেরকে এমন উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে যে, প্রতিবেশিদের জন্য ঝোল বেশি দাও কিন্তু অপরদিকে এটাও বলে দিয়েছে যে, কারো সামনে হাত প্রসারিত করো না। কেননা উপরের হাত নিজের হাতের চেয়ে উত্তম। পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে আর অপরদিকে মহিলাদেরকে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ না করা এবং ঘরের বাইরে বের না হওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। একদিকে এই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, অপবাদের জায়গায় যেও না তো অপরদিকে এটাও বলে দেয়া হয়েছে যে, কারো ব্যাপারে কুধারনা করো না। বড়দের আদেশ রয়েছে যে, ছোটদের সাথে মমতাসূলভ আচরণ করো আবার ছোটদের আদেশ রয়েছে যে, বড়দের সম্মান করো।

এটাই হলো ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থা, যার অধিনে প্রত্যেকের জন্য এমন সুন্দর নীতিমালা বর্ণনা করে দিয়েছে যে, এর উপর আমল করা অবস্থায় পরস্পরের মাঝে প্রেম ভালবাসার ঐ উদাহরণ প্রতিষ্ঠা হতে পারে, যা মানুষের মাঝে পরস্পর ঝগড়া, ক্ষোভ ও বিদ্ধেষ, হিংসা ও অহঙ্কার এবং একে অপরের প্রাণ নেয়ার ঘৃণ্য অভ্যাস দূর হয়ে যায় এবং প্রতিটি ঘর শান্তির নীড়ে পরিণত হয়ে যায়।

আসুন! এবার শুনি যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের পারিবারিবক ব্যবস্থা কেমন ছিলো এবং তাঁদের রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক কেমন ছিলো?

www.dawateislami.net

ভাই বোনের পরস্পর সম্পর্ক কেমন হওয়া চাই?

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর ভাইয়ের সাথে ভালবাসা দেখুন যে, তাঁর জন্য দোয়া করছেন, যা **আল্লাহ পাক তাঁর** পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন; যেমনটি ৯ম পারা সূরা আ'রাফের ১৫১ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ ۖ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۱۵۱﴾

(পারা ৯, সূরা আরাফ, আয়াত ১৫১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আরয করলো: 'হে আমার **রব**! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে তোমার দয়ার মধ্যে আশ্রয় দাও আর **তুমিই** সর্বাধিক দয়াময়।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে লিখেন: এই ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া উম্মতের শিক্ষার জন্য, অন্যথায় আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام গুনাহ থেকে পবিত্র, তাই হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর ভাইকে এই দোয়ায় অন্তর্ভূক্ত করেছেন অথচ তার থেকে কোন অলসতা সংঘঠিত হয়নি। এই দোয়ায় হযরত হারূন عَلَيْهِ السَّلَام এর মনতুষ্টি এবং জাতীর সামনে তাঁর সম্মান প্রকাশ করাও উদ্দেশ্য ছিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে তাঁর ভাইয়েরা যে আচরণ করেছে, তা কিরূপ কষ্টদায়ক ছিলো কিন্তু তিনি প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন, যেমনটি ১৩তম পারা সূরা ইউসুফের ৯২ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۫ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿۹۲﴾

(পারা ১৩, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ বললো; 'আজ তোমাদেরকে কোনরূপ তিরস্কার করা হবে না। **আল্লাহ** তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি সমস্ত দয়ালুর চেয়ে অধিক দয়ালু।

www.dawateislami.net

হাদীসে মুবারাকায় রয়েছে: যার তিনজন কন্যা বা তিনজন বোন বা দুইজন কন্যা বা দুইজন বোন থাকে, সে তাদের সাথে সদাচরণ করে আর তাদের ব্যাপারে **আল্লাহ পাক**কে ভয় করতে থাকে তবে সে জান্নাত লাভ করবে। (তিরমিযী. ৩/৩৬৭, হাদীস ১৯২৩) বরং একবার তো চার আঙ্গুল একত্র করে জান্নাতে বন্ধুত্বের সুসংবাদ শুনান: এরূপ ব্যক্তি জান্নাতে আমার সাথে এভাবে থাকবে। (মুসনাদে আহমদ, ৪/৩১৩, হাদীস ১২৫৯৪)

হযরত জাবেরের আপন বোনের সাথে সদাচরণ

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন তো! বোনের সাথে সদাচরণ করার কারণে শুধু জান্নাতই পাবে না বরং জান্নাতে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সহচর্যও পাবে। অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তো নিজের বোনের জন্য বড় বড় কুরবানীও দিয়েছেন, যেমনটি হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ শুধুমাত্র নিজের ৯ বা ৭ বোনের দেখাশুনা, তাদের উত্তম প্রশিক্ষণের জন্য একজন বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেছেন। যখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটা শুনলেন তখন **তিনি** বরকতের দোয়া করলেন। (মুসলিম, কিতাবুর রযাআ, হাদীস ৩৬৪১)

মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আনন্দচিত্তে দু'জন মেয়েকে এমনভাবে লালন পালন করা হোক নিজের মেয়ে বা বোন বা এতিম মেয়ে, কিয়ামতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্যের মাধ্যম আর যার সেইদিন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য অর্জিত হয়ে যাবে, সে সবকিছু পেয়ে যাবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৪৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাঁর দুধ বোনের সাথে সদাচরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বোনের সাথে সদাচরণের প্রেরণা যেই দরবার থেকে অর্জিত হয়েছে, তারও কিরূপ শান! অর্থাৎ আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই শান ছিলো যে, আওতাস যুদ্ধে যখন শত্রুরা পরাজিত হলো তখন যুদ্ধ বন্দিদের মধ্যে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুধবোন এবং হযরত হালিমা সাদিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর শাহজাদী হযরত শায়মা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ও গ্রেফতার হয়, যখন তাঁকে শনাক্ত করার জন্য **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত করা হলো, তখন তাঁকে চিনতে পেরে অত্যাধিক ভালবাসার কারণে **তাঁর** চোখে অশ্রু এসে গেলো এবং **তিনি তাঁর** চাদর মুবারক মাটিতে বিছিয়ে তাঁকে বসালেন অতঃপর কিছু উট ও ছাগল দিয়ে ইরশাদ করলেন: তুমি মুক্ত, যদি তোমার মন চায় তবে আমার সাথে থাকতে পারো আর যদি নিজের ঘরে যেতে চাও তবে আমি তোমাকে সেখানে পৌঁছে দিবো। তিনি তাঁর ঘরে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে খুবই সম্মান সহকারে তাঁকে তাঁর গোত্রে পৌঁছে দেয়া হলো। (شرح زرقانی، ۳/۵۳۴)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে ভাইবোনের সম্পর্ক এমনই হওয়া উচিৎ, যেমনটি শরীয়াত আমাদেরকে আদেশ দিয়েছে। ইসলামী শিক্ষাও এটাই যে, বড়রা ছোটদের স্নেহ করবে আর ছোটরা বড়দের সম্মান করবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম

www.dawateislami.net

عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন: এটা কোন গাছ, যা থেকে পাতা ঝরে না এবং তা হলো মুমিনের উদাহরন। হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলেন: আমার মনে এর উত্তর এসেছিলো যে, তা হলো খেজুর গাছ কিন্তু বড় বড় সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان উপস্থিতিতে উত্তর দেয়া উচিৎ মনে করলাম না আর চুপ রইলাম। অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেই উত্তর ইরশাদ করলেন: তা হলো খেজুর গাছ। ফিরে আসার সময় নিজের পিতা হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে প্রশ্নের উত্তরের ব্যাপারে বললেন: আমি এই প্রশ্নের উত্তর জানতাম কিন্তু আমি আপনাদের আদবের কারনে চুপ ছিলাম।

(তিরমিযী, কিতাবুল মিসাল, ৪/৩৯৬, হাদীস ২৮৭৬)

এটাই ছিলো আমাদের সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان সম্মান ও বড়দের আদব, বিষয় জানা থাকার পরও বড়দের সম্মান করতেন যে, তাঁদের উপস্থিতিতে মাহফিলে বলাও বেআদবী মনে করতেন। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে বড় আর ছোটদের মাঝে ভালবাসা ও সম্মান তেমন নেই। বর্তমানে আমাদের মাঝে বড় ও ছোটদের মাঝে এমন লজ্জার উদাহরন কমই দেখা যায়। ছোটদের মাঝে না বড়দের প্রতি সম্মান রয়েছে আর না বড়দের মাঝে ছোটদের প্রতি স্নেহ রয়েছে।

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা কি জানেন, আমাদের মধ্য থেকে বড় ছোটর পার্থক্য কেন শেষ হয়ে গেছে? কেন ছোটরা বড়দের আদব আর বড়রা ছোটদের ভালবাসেনা? এর বড় কারণ হলো, দ্বীন ইসলাম এবং এর শিক্ষা থেকে দূরত্ব। আমরা আমাদের সন্তানদেরকে দুনিয়াবী মানুষের সাথে কথা বলা এবং সমাজে নিজের পজিশন বড় রাখার জন্য

www.dawateislami.net

দামী স্কুলে দুনিয়াবী শিক্ষা তো দিয়ে থাকি কিন্তু আখিরাতে সফলতার জন্য এবং জীবনের ইসলামী উদ্দেশ্যের জন্য দ্বীনি শিক্ষা দিইনা। আমরা তাদেরকে দুনিয়ায় সফলভাবে ব্যবসা করা এবং নিজের জীবনে সমৃদ্ধভাবে চলার জন্য শিক্ষা এবং ডিপ্লোমা তো করিয়ে থাকি কিন্তু কবরের পরীক্ষায় সফলতা ও আখিরাতে জান্নাত লাভের জন্য নামায শিক্ষা ও নিজের ফরযসমূহের মৌলিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখি। আমরা দুনিয়াবী বিষয়াদী পরিপূর্ণভাবে তো জানি কিন্তু শরয়ী আহকাম সম্পর্কে আমরা জানিনা।

মনে রাখবেন! দুনিয়ার সকল সফলতা ইসলামী শিক্ষার মাঝে লুকায়িত রয়েছে। ইসলামী শিক্ষাই হলো ঐ শিক্ষা, যা দুনিয়ায়ও সফল বানিয়ে দেয় এবং আখিরাতেও সফলতা প্রদান করে। বর্তমানে সাধারনত দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করার বড় উদ্দেশ্য হলো সম্পদ অর্জন আর দ্বীন ইসলামের শিক্ষা এটাই বলে যে, তোমারা তোমাদের রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করো ও **আল্লাহ পাক** তোমাদের রিযিকবৃদ্ধি করে দিবেন। বেশিদিন বেঁচে থাকার জন্য এবং জীবনের স্বাদ গ্রহনের জন্য ব্যায়াম ও বিভিন্ন খাবারের সহায়তা নেয়া হয় কিন্তু ইসলামী শিক্ষা হলো যে, নিজের রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করো তোমাদের বয়সে বরকত প্রদান করা হবে। বর্তমানে সম্পদের জন্য বোনেরা ভাইদের ছেড়ে দেয় কিন্তু ইসলামী শিক্ষা হলো যে, বোন ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো, তোমাদের সম্পদে বরকত প্রদান করা হবে। বর্তমানে সামাজিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার জন্য নিজের নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়া হয় এবং নিজে একাকী থেকে ডিপ্রেশন ও বিভিন্ন ধরনের রোগের শিকার হয়ে যায় আর ইসলামী শিক্ষার উপর আমলকারীরা নিজের আত্মীয়তার সম্পর্ককে জুড়ে নিয়ে নিজের রিযিক ও

www.dawateislami.net

বয়সে বরকত লাভের পাশাপাশি এই ধ্বংসময় রোগ থেকেও দূরে থাকে। আজ যেই দুনিয়াকে অর্জন করার জন্য রাতদিন এক করে এবং নিজের বোন ভাইদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে অধিক সম্পদ অর্জন করে নেয়, কিন্তু অশান্তি ও বড় বড় রোগে লিপ্তও হয়ে যায়। এই দুনিয়ায় দুনিয়াবী বুদ্ধিজীবিরা এই বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছে যে, মানুষ তার রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের কাছ থেকে দূরে থেকে বিভিন্ন রোগের শিকার হয়ে গেছে। এই কারণে মানুষের মাঝে অসহিষ্ণুতা এবং নিঃসঙ্গতার অনুভুতি দ্রুততার সহিত ছড়িয়ে পড়ছে আর মানুষ একে অপরের সাথে খুব দ্রুত ঝগড়া শুরু করছে। তারা যতক্ষণ নিজের পারিবারিক ব্যবস্থার সহিত জীবন অতিবাহিত করছিলো, ততক্ষণ তারা অশান্তি ও বিভিন্ন নতুন রোগ থেকে বেঁচে ছিলো কিন্তু যখনই তারা এই ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের আলাদা জীবন অতিবাহিত করা শুরু করলো তখন থেকে তাকে বিভিন্ন রোগ বালাই আঁকড়ে ধরেছে।

হে আশিকানে রাসূল! আসুন, আমরা ইসলামের আহকামকে আঁকড়ে ধরি, কেননা এতে উভয় জগতের কল্যাণ নিগিত। আসুন, আমরা মন থেকে ক্ষোভ ও বিদ্ধেষকে দূর করে নিজের রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখি, কেননা ✯ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করাতে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জিত হয়ে থাকে। ✯ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করা মানুষকে খুশি করার উপায়। ✯ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করাতে ফিরিশতারা খুশি হয়। ✯ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণকারীর প্রশংসা করা হয়। ✯ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করাতে শয়তান দুঃখ পায়। ✯ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করাতে বয়স বৃদ্ধি পায়। ✯ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করাতে

www.dawateislami.net

রিযিকে বরকত লাভ হয়। ✯ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করাতে মৃত মুসলমান বাপ দাদারা খুশি হয়। ✯ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করাতে পরস্পরের মাঝে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, কেননা যখন মানুষের তার অনুগ্রহ স্মরণ আসে তখন লোকেরা তার জন্য কল্যাণের দোয়া করে থাকে। (তাম্বিহুল গাফিলিন, ৭৩ পৃষ্ঠা) ✯ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করার সাওয়াব দ্রুত লাভ হয়। ✯ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করা কিয়ামতের দিন হিসাবের কাঠোরতা থেকে বাঁচাবে। ✯ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করাতে উত্তম মৃত্যু নসীব হবে এবং আত্মীয়দের সাথে সদাচরণকারী কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় থাকবে। اِنْ شَآءَ الله

হে আশিকানে রাসূল! আমরা শুনলাম যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ওয়াজিব অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করা ওয়াজিব এবং এর অসংখ্য উপকারীতা রয়েছে। আসুন! এবার শুনি যে, এই আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ কি?

আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আত্মীয়দের সাথে সদাচরণের অনেক সুন্দর ব্যাখ্যা করে লিখেন: আত্মীয়দের সাথে সদাচরণের বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে, তাদেরকে উপহার দেয়া আর যদি তাদের কোন ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য প্রয়োজন হয় তবে সেই কাজে তাদের সাহায্য করা, তাদের সালাম করা, তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য যাওয়া, তাদের নিকট বসা, তাদের সাথে কথাবার্তা বলা, তাদের সাথে দয়াদ্র ও মমতা সহকারে আচরণ করা। (ইহতিরামে মুসলিম, ৩৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব

হে আশিকানে রাসূল! শরীয়াত স্তরভেদে আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করার আদেশ দিয়েছে, যে যত নিকটাত্মীয় তার সাথে তত বেশি সদাচরণের আদেশ দেয়া হয়েছে, আল্লামা ইয়াহইয়া বিন শরফ নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সদাচনের সবচেয়ে বেশি হকদার লোকদের স্তর বর্ণনা করে বলেন: সদাচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার হলো মা, অতঃপর বাবা, অতঃপর সন্তান অতঃপর দাদা ও দাদী, অতঃপর ভাই ও বোন, অতঃপর রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় অর্থাৎ চাচা, ফুফি, মামা ও খালা। এবার তাদের মধ্যে যার সাথে যতবেশি গভীর সম্পর্ক রয়েছে এতে অপরের উপর প্রাধান্য অর্জিত রয়েছে। এমন আত্মীয় যাদের সাথে পিতা ও মাতা উভয়ের সাথে রয়েছে, তাদেরকে এই আত্মীয়দের উপর প্রাধান্য দিবে, যাদের সম্পর্ক শুধুমাত্র মা বা শুধুমাত্র বাবার সাথে। অতঃপর চাচা, ফুফি, মামা ও খালার সন্তান, অতঃপর শশুড়ালী আত্মীয়দের হক। অতঃপর স্তরভেদে বন্ধুর হক অতঃপর প্রতিবেশির হক। কিন্তু দূরে অবস্থানকারী আত্মীয়দেরকে প্রতিবেশির উপর প্রাধান্য দিবে এবং যদি নিকটত্মীয় অন্য শহরে থাকে তবে তাদরেকেও অপরিচিত প্রতিবেশির উপর প্রাধান্য দিবে অতঃপর স্বামী স্ত্রীর এবং স্ত্রী স্বামীর আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করবে।

(শরহে মুসলিম নি নববী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদব, ৮/১০৩, ১৬তম অংশ)

আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার বিভিন্ন নেয়ামত রয়েছে, তেমনিভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করারও বিভিন্ন শাস্তি রয়েছে। ১৩তম পারা সূরা রাআদের ২৫নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓىِٕكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿۲۵﴾

(পারা ১৩, সূরা রা'আদ, আয়াত ২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যা জুড়ে রাখার জন্য **আল্লাহ** নির্দেশ দিয়েছেন সেটা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ছড়ায়; তাদের অংশ হচ্ছে অভিসম্পাতই এবং তাদের ভাগ্যে জুটবে মন্দ ঘর।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছেঃ যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাক** যেভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও আত্মীয়তা জুড়ে রাখার আদেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে, কুফর ও গুনাহ সম্পাদন করে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ছড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** রহমত থেকে নিরাশা এবং তাদের জন্য রয়েছে মন্দ ঘর অর্থাৎ জাহান্নাম।

(খাযিন, সূরা রাআদ, ২৫নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/২৫-২৬)

আল্লাহ পাক কুরআনে পাকের ৪র্থ পারা সূরা নিসার প্রথম আয়াতে ইরশাদ করেনঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ

(পারা ৪, সূরা নিসা, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর **আল্লাহকে** ভয় করো, যাঁর নাম নিয়ে যাচঞা করো আর আত্মীয়তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাতে কোন কল্যাণ নেই বরং ক্ষতিই ক্ষতি। আর এটা এতই গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে, এর ব্যাপারে কাল কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবেঃ নিজের রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে কি সম্পর্ক বজায় রেখেছো?

মনে রাখবেন! শরয়ীভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নেই, তবে হ্যাঁ আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা বেশি কঠিন। নিজের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী কতইনা দূর্ভাগা, এর অনুমান এই হাদীসে মুবারাকা দ্বারা করুন, যাতে ইরশাদ করা

www.dawateislami.net

হয়েছে: **আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না। অপর এক হাদীসে মুবারাকায় রয়েছে: সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এমন দূর্ভাগা যে, তার জন্য আসমানের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীকে সাহাবায়ে কিরাম তাদের মজলিশ থেকে বের করে দিতেন, যেমনটি হাদীসে মুবারাকায় রয়েছে:

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একবার সকালবেলা মজলিশে উপবিষ্ট ছিলেন, বললেন: আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীকে **আল্লাহ পাকে**র শপথ দিচ্ছি যে, সে যেনো এখান থেকে উঠে যায়, যাতে আমরা **আল্লাহ পাকে**র নিকট মাগফিরাতের দোয়া করতে পারি, কেননা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর জন্য আসমানের দরজা বন্ধ থাকে। (মু'জাম কবীর, বাবুল আইন, ৯/১৫৮, হাদীস ৮৭৯৩) অর্থাৎ যদি সে এখানে থাকে তবে রহমত অবতীর্ণ হবে না এবং আমাদের দোয়া কবুল হবে না।

اَللهُ اَكْبَرُ আমরা **আল্লাহ পাকে**র আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং **তাঁর** নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি যে, **তিনি** যেনো আমাদের এরূপ অপরাধ থেকে নিরাপদ রাখেন এবং নিজের রহমতের দরজা আমাদের জন্য বন্ধ না করেন। আমিন।

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! কেঁপে উঠুন আর যদি আমরা এই গুনাহে লিপ্ত থাকি তবে তা থেকে তাওবা করি নিন, এমন যেনো না হয় যে, এর ক্ষতির কারণে দুনিয়ায়ও আযাবের শিকার হয়ে গেলাম এবং আখিরাতও নষ্ট হয়ে গেলো, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর প্রতি রহমত অবতীর্ণ হয়না।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা শুনলাম যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা **আল্লাহ পাকের** পছন্দ আর **আল্লাহ পাকের** রহমত লাভের মাধ্যম, আর সম্পর্ক ছিন্ন করা **আল্লাহ পাকের** অপছন্দ এবং তাঁর আযাবকে দাওয়াত দেয়া। নিজেকে **আল্লাহ পাকের** রহমতের হকদার বানানো এবং **আল্লাহ পাকের** আযাব থেকে বাঁচার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। এই দ্বীনি পরিবেশ আপনাকে আত্মীয়দের সাথে সদাচরণকারী বানিয়ে দিবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বেঁচে থাকার মানুষ বানিয়ে দিবে। এটি এমন একতটি সুন্দর পরিবেশ যে, যাতে এসে কোটি কোটি লোকের জীবন ইশ্‌কে রাসূলে পরিবর্তন হয়ে গেছে আর তারা সুন্নাতে রাসূলের অনুসারী হয়ে গেছে, এই পরিবেশের বরকতে আত্মীয়দের এই বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলো।

১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি হলো "নেক আমল"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! নিজের মাঝে সদাচরণের প্রেরণা সৃষ্টি করার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যাই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদেরকে একটি মাদানী উদ্দেশ্য প্রদান করেছেন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে" اِنْ شَآءَ الله। অতএব নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং যেলী হালকার **১২**টি দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহনকারী হয়ে যান। যেলী হালকার **১২**টি দ্বীনি কাজের মধ্যে

www.dawateislami.net

প্রতিদিন একটি দ্বীনি কাজ হলো **নেক আমল পুস্তিকা পূরন করা**। ৭২টি নেক আমলের মধ্যে ৩৯ নম্বর নেক আমল হলো যে, **আপনি কি আজ কিছু না কিছু সময় মাদানী চ্যানেল দেখেছেন?**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

স্পেশাল পারসন ডিপার্টমেন্ট

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফয়যানে সাধারন (Normal) ইসলামী ভাইয়ের পাশাপাশি **স্পেশাল পাসরন** (Special persons) (অর্থাৎ বোবা, বধির এবং অন্ধ লোকেরা) ইসলামী ভাইয়েরাও সমৃদ্ধ হচ্ছে। এর এমন লোক, যাদের সাধারনত সমাজে কোন গুরুত্ব দেয়া হয়না। ইলমে দ্বীন না থাকা এবং নেক সহচর্য থেকে দুরত্বের কারণে অনেক সময় এই বেচারারা প্রয়োজনীয় জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকে। সমাজের এই লোকদের নিকট নেকীর দাওয়াত পৌঁছানের জন্য এই বিভাগে প্রশিক্ষিত মুবাল্লিগগণ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক ইজতিমা ও অন্যান্য সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহে স্পেশাল পারসনদের হালকা লাগিয়ে থাকে। বড় রাতের ইজতিমাগুলোতে (ইজতিমায়ে মিলাদ, ইজতিমায়ে গাউসিয়া, ইজতিমায়ে শবে বরাত, ইজতিমায়ে মেরাজ ইত্যাদি) এবং রমযানুল মুবারকে সম্মিলিত ইতিকাফেও তাদের সংশোধন ও প্রশিক্ষণের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। যাতে রীতিমতো ইশারার ভাষায় (Sign Language) নাত, বয়ান, যিকির এবং দোয়ার ব্যবস্থা হয়ে থাকে, তাছাড়া ব্রেইল ল্যাঙ্গুয়েজে (Braille Language) অন্ধ ইসলামী ভাইদের জন্য লিখিত পুস্তিকার কাজও অব্যহত রয়েছে। ইশারার ভাষায় নেকীর দাওয়াতের সাড়া

www.dawateislami.net

জাগানোর জন্য মাঝে মাঝে মুবাল্লিগদেরকে ৩০ দিনের ইশারা ভাষা কোর্স করানো হয়, তাছাড়া বোবা, বধির এবং অন্ধ ইসলামী ভাইদের মাদানী কাফেলাও সফর করে থাকে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه মুর্শিদের দেশের অনেক শহরে বিশেষ (অর্থাৎ অন্ধ, বোবা, বধির) ইসলাম বোনদের নিকটও নেকীর দাওয়াত পৌঁছানোর ধারাবাহিকতাও অব্যাহত রয়েছে, এই বিশেষ ইসলামী বোনদের মাঝে মাদানী কাজ করার জন্য রীতিমতো যিম্মাদার ইসলামী বোনদের কোর্সও হচ্ছে।

মেহমানদারীর সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! মেহমানদারীর সুন্নাত ও আদব শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবন করি: (১) যে ব্যক্তি (ক্ষমতা থাকার পরও) মেহমানদারী করেনা, তার মাঝে কল্যাণ নেই। (মুসনাদে আহমদ, ৬/১৪২, হাদীস ১৭৪২৪) (২) মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতা যে, সে তার মেহমান থেকে খেদমত নিলো। (আল জামেউস সগীর, ২৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৬৮৬) (৩) সুন্নাত হলো, বান্দা মেহমানকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়ার যাওয়া। (ইবনে মাজাহ, ৪/৫২, হাদীস ৩৩৪৮) ✯ মেহমানের উচিৎ, নিজের মেহমানের ব্যস্ততা ও দায়িত্বের সম্মান রাখা। ✯ সদরুশ শরীয়া হযরত মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: মেহমানের চারটি বিষয় জরুরী: (১) যেখানে বসায় সেখানে বসা। (২) যা কিছু তার সামনে উপস্থাপন করবে, তাতে খুশি হওয়া, (এমন যেনো না হয়ে যে, বললো: এর চেয়ে ভালো খাবার তো আমি আমার ঘরে খাই বা এরূপ অন্য বাক্য)। (৩) মেজবান (অর্থাৎ

www.dawateislami.net

ঘরের কর্তা) থেকে অনুমতি নেয়া ব্যতীত সেখান থেকে না উঠা এবং (৪) যখন সেখান চলে যাবে তখন তার জন্য দোয়া করা। (আলমগীরি, ৫/৩৪৪)

ঘোষণা

মেহমানদারীর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِیۡ عِلۡمِ اللّٰہِ صَلَاۃً دَائِمَۃً بِدَوَامِ مُلۡکِ اللّٰہِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرۡضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net